ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা মঙ্গলবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, ২ জুন ২০০৯

বিশ্বমন্দার ফাঁদে বাংলাদেশ ও করণীয়

ড. এম. আজিজুর রহমান

মানুষ সামাজিক জীব। কোন ব্যক্তি মানুষই স্বাধীন নয়। জীবন ও জীবিকার নির্বাহে একটি মানুষ আরেকটি মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে থাকে। জীবন চলার পথে মানুষ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, পরিপূরক, অনুপূরক বা সম্পূরক। জীবন ও জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করতে হয়। একটি মানুষ দ্রব্য ও সেবা সংক্রান্ত কিছু উৎপাদন করে, বিক্রি করে এবং অন্যের নিকট থেকে উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে। একইভাবে পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বা একটি দেশ আরো একটি দেশের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। যেমন- সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদিত পোশাক-পরিচ্ছদ ও জনশক্তি-শ্রম বিদেশীরা বাংলাদেশ থেকে ক্রয় করে। আবার উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল, ওষুধপত্রসহ আমরা অনেক কিছু বিদেশ থেকে আমদানী করি যেখানে এগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদিত হয়। তাই বিশ্বায়নের আধুনিক এ যুগে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ এবং বহিঃবাণিজ্যে বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যবসার স্বার্থে একটি দেশ আরো একটি দেশের পরিপূরক, অনুপূরক বা সম্পূরক।

অন্যকথায় একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড অন্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বমন্দায় অনেক দেশ আক্রান্ত হবে আর আমাদের গায়ে কোন মন্দার আঘাত লাগবে না একথা ঠিক নয়। সরকারের স্বীকৃত তথ্যমতে বিশ্বমন্দায় বাংলাদেশ রীতিমত আক্রান্ত যা উত্তরণে আবার দেশী-বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতার দরকার হবে এবং তদসংশ্লিষ্ট একটি সারসংক্ষেপ ও করণীয় কিছু বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হল।

অতি সম্প্রতি Financial Express পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে বাংলাদেশ মন্দার ফাঁদে আক্রান্ত। বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম কাতারে যে দুটো রফতানী খাতের ওপর নির্ভরশীল তা হল বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও জনশক্তি রফতানী থেকে প্রবাসী আয়। আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করে থাকি। আমাদের পোশাক রফতানী খাত মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি তৈরি, সাশ্রয়ী মূল্যে রফতানী এবং সময়মতো শিপিংসহ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি অর্জন ও প্রয়োগের সুনাম বিশ্ববাজারে আমাদের আছে। পোশাক রফতানী খাত থেকে আমাদের রফতানী আয় বছরে প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিন দিন বেড়েই চলে আসছিল। আমরা প্রতিবছর আমাদের দক্ষ, অদক্ষ, অর্ধদক্ষ শ্রমিক যথেষ্ট পরিমাণে জনশক্তি হিসেবে রফতানী করে আসছি।

আমাদের জনশক্তির রফতানী ও সবচেয়ে বড় বৈদেশিক বাজার হল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ। মধ্যপ্রাচ্যে শুধু সৌদি আরবেই আমাদের প্রায় ৩০ লাখ বাংলাদেশী জনশক্তি কাজ করে। জনশক্তি রফতানী থেকে অর্জিত আয় প্রায় পোশাক রফতানী আয়ের সমতুল্য। বিশ্বমন্দার ফাঁদে আক্রান্ত হয়ে আমাদের পোশাক ও জনশক্তি রফতানী কমতে শুরু করেছে। আমরা বিশ্বমন্দার সোয়াইন ফ্লু থেকে পরিত্রাণ পেলাম না। বাংলাদেশের সামগ্রিক রফতানী এখন হ্রাসমান। বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অর্থমন্ত্রী সবাই বাংলাদেশের মন্দা ফাঁদে এ করুণ আক্রান্তের কথা স্বীকার করেছে। সরকার আরো বলেছে, তারা এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বেরাতে সচেষ্ট। এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর তথ্য মতে আমাদের রফতানীযোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা ও রফতানী মূল্য উভয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে ২০০৮ সালে আমাদের শতকরা ১০ ভাগ রফতানী আয় সামগ্রিকভাবে কমে গেছে। শুধু পোশাক ও প্রবাসী নিয়োগ নয়- আমাদের ছোট-বড় বিভিন্ন রফতানী খাত বিশ্বমন্দার কারণে হিমশিম খাচ্ছে। নীট ও ওভেন পোশাক, হিমায়িত মাছ, চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি, কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানী অতি সম্প্রতি কমে গেছে। হিমায়িত মাছ, খোলস জাতীয় চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়া রফতানীতে ইউরোপিয়ান দেশগুলো সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে যাচ্ছে। যেমন- এসব মাছের ভেতরে নাইট্রোফুরান জাতীয় এক ধরনের এন্টিবায়োটিকের ক্ষতিকর মাত্রার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এ যেন মাছ রফতানীতে মড়ার উপর খাড়ার ঘাঁ। কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানী এবং তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুবিধা নৈরাস্যজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কাঁচাপাটের ব্যবসায় আগের মতো না থাকলেও এখনও বিশ্বের বুকে কাঁচাপাট রফতানীতে বাংলাদেশ একটি অন্যতম দেশ। অথচ বিশ্বমন্দার কারণে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কাঁচাপাট রফতানী হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৬.৮৪ ভাগ এবং পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানী কমে গেছে শতকরা ১২.৪৭ ভাগ। জনশক্তি রফতানী এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাংলাদেশের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ২০০৭ সালেই পেশাজীবী, দক্ষ, অর্ধদক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক মিলে আমাদের মোট প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা ৮,৩২,৬০৯ যার মধ্যে বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় কর্মরত। ২০০৭ সালের মোট জনশক্তি রফতানীর ২৭.১৯% সংযুক্ত আরব আমিরাত, ২৪.৯১% সৌদি আরব এবং ৩২.৮১% মালয়েশিয়ায় কর্মরত আছে। ২০০৭ সালে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৫,৬৪৯.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার প্রায় ৩০ শতাংশ বা ১,৬৪১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসে সৌদি আরব থেকে, শতকরা ১৪ ভাগ বা ৭৯৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। এছাড়াও শতকরা ১৭ ভাগ বা ৯৬২.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং শতকরা ১২ ভাগ বা ৬৯৬.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসে যুক্তরাজ্য থেকে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্বমন্দার কারণে ২০০৯ সালের শুরু থেকে আমাদের জনশক্তি চাহিদা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে অর্থাৎ শতকরা ৪৫% হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করেছে। সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে সমস্যাটি অস্থায়ী। নিকটবর্তী ভবিষ্যতে জনশক্তি রফতানীর পরিবেশ স্বাভাবিক হতে পারে।

আমরা ২০০৭-০৮ সালে ৩,৭৭০.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওভেন পোশাক রফতানী করতে সক্ষম হই। এটা মোট রফতানীর প্রায় ৩৭.১১ ভাগ এবং ৩,৯১৩.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নীট ওয়্যার পোশাক রফতানী করতে পেরেছি যা মোট রফতানীর ৩৮.৫২ ভাগ। ২০০৭-০৮ সালে ওভেন ও নীট পোশাক মিলে সামগ্রিকভাবে আমরা পোশাক রফতানী করতে পেরেছিলাম ৭,৬৮৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রফতানীর শতকরা ৭৫.৬৩ ভাগ। একই অর্থবছরে ওভেন পোশাক রফতানীতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭.৫৫ ভাগ এবং নীটওয়্যার পোশাক রফতানীতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল অনেক বেশি যা ১৭.৩৪ ভাগ। অথচ বিশ্বমন্দার কারণে এতো প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত নীট ওয়্যার রফতানী ২০০৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। নীটওয়্যার রফতানীর এ নিম্নগতি খুব শীঘ্রই প্রতিরোধ করা যাবে বলে আমরা আশা করতে পারছি না। আমাদের বর্তমান সরকার, ওভেন ও নীট শিল্পের মালিকবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ও পরিস্থিতি উন্নয়নের সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার এসব পোশাক শিল্প বিভিন্ন মালিকদের নিকট থেকে রফতানী উন্নয়নমূলক কিছু প্রস্তাবনা আশা করছে যার ওপর ভিত্তি করে সরকার বিভিন্ন ধরনের Cash ও Inkind উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে পোশাক রফতানীর পরিস্থিতি উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎপাদন ও রফতানী খাতে ব্যবসায়ীবৃন্দ বাংলাদেশকে বিশেষভাবে কিছু পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে যা হল বাংলাদেশী টাকার অবমূল্যায়ন করে বিদেশী ক্রেতাদের কাছে আমাদের দ্রব্যাদি আকর্ষণীয় করা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যেমন- দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর উন্নয়ন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৬ লেনে পরিণত করা, গ্যাস উত্তোলন ও উত্তোলনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, দেশী ও বিদেশী এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সহযোগিতায় বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ও বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ ইত্যাদি।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।